সাম্রাজ্যবাদ - বিরোধী প্রেক্ষাপটে অরওয়েল

সুপ্রতিম পাল

(এই বছরটা জর্জ অরওয়েলের জন্ম শতবর্ষ। জর্জ অরওয়েল বিখ্যাত হয়েছিলেন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর দুটি উপন্যাসের জন্য --- অ্যানিমাল ফার্ম (১৯৪৫) আর নাইনটিন এইট্টি ফোর (১৯৪৯)। কিন্তু এই রাজনৈতিকব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসে উত্তরণেরর পথটি শু হয়েছিল অন্যভাবে। এই নিবন্ধে লেককের সৃষ্টিশীলতার সেই প্রথম পর্বটি তুলে ধরা হল।)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে কলম ধরেছেন এমন ইংরাজ লেখক-লেখিকার সংখ্যা সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। বিংশ শতাব্দীরর প্রথমার্ধে এরিক ব্লেয়ার নামে এক যুবক এই কাজটিই করলেন। ইংরাজরদের ইউনিয়ন জ্যাক তখন পৃথিবীরর পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র উড্ডীয়মান। ভারতবর্ষ সেই সাম্রজ্যের রত্ন (Jewel of the empire)। ভারত তখন অবিভক্ত-- ভারতীয় উপমহাদেশ। এরিক ব্লেয়ারের প্রথম উপন্যাসটিই হয়ে উঠল ইংরাজী সাহিত্যের এক অমূল্য আখ্যান যেখানে সাম্রাজ্যবাদের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। ব্লেয়ারের জন্ম তৎকালীন বঙ্গ-প্রদেশের মোতিহারিতে (যা এখন উত্তর - পূর্ব বিহারে)১৯০৩ সালে। তাঁর প্রথম উপন্যাস বার্মিজ ডেজ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। নিজের অভিজ্ঞাতা এবং উপলব্ধির ফল এই উপন্যাস । অভিজ্ঞতা বলতে মাত্র ১৯ বছর বয়সে বার্মায় (মায়ান্মার) তৎকালীন ভারতীয় সাম্র াজ্যবাদী পুলিশের এক মহকুমা পুলিশ কর্তা পদে নিয়োগ।

এখানেই সমস্যার শু এরিকের। তাঁর প্রভু তথা নিয়োগকর্তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে সাধারণ লোকজন এবং বৌদ্ধ - সন্ন্যাসীদের উপর ছড়ি ঘোরানো তাঁর পছন্দ হল না। শ্বেতাঙ্গ ব্লেয়ারের প্রতি ভেসে আসত অশ্রাব্য গালিগালাজ - “the sueering yellow faces of the young men that met me every where, the insults hooted after me when I was at a safe distance, got badly on my nerves. The young Buddhist priests were the worst of all. There were several thousands of them in the town and none of them seemed to have anything to do except stand on street corners and jeer at Europeans.”

এরিক ব্লেয়ার চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। তাঁর চাকুরিস্থল মৌলমিন শহর থাকল তাঁর মন জুড়ে। ঠিক এই সময় শু হল তঁ ার অন্য এক যাত্রা --- “…between the ages of about seventeen and twenty four I tried to abandon this idea (to be a writer), but I did as with the consciousness that I was outraging my true nature and that sooner of later I should have to settle down and write books.” এরিক ব্লেয়ার লেখক হতে চাইছেন কিন্তু তখন এমন সময় যে তাঁর সাপ্তাহিক এক পাউন্ড জোগাড় করতেই একটা পান-শালা ও দোকান খুলতে হল। সঙ্গে শিক্ষকতা-- একটা দুটো বেসরকারী স্কুলে । তবে এরই সঙ্গে এরিক ব্লেয়ার লিখতে থাকলেন ছোট ছোট উপন্যাস, রচনা এবং কবিতা। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত দ্যা অ্যাডেলফি পত্রিকায় ছাপা হল ব্লেয়ারের এই সমস্ত রচনা। দারিদ্র তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী । ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভবিষ্যতে তিনি লিখবেন দ্য রোড চু উইগ্যান পিয়ার (১৯৩৭)-এ

“What I profoundly wanted at that time was to find some way of getting out of the respectable world altogether”.

এই সময় তার অদ্ভুত জীবনদর্শন ছিল। সমাজের একেবারে নিম্নস্তরের মানুষ, ভবঘুরে, ভিখারি, অপরাধী, বারবনিতাদের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখার প্রবণতা দেখা দিল। একজন লেখকের জীবনে কষ্ট ও দুর্দশা আসতে পারে যা তার লেখাকে হয়ত আরও উৎকৃষ্ট করে। ব্লেয়ারের লেখক-সত্তা তৈরী হওয়ার আগেই অনুভুত হল সেই দুর্দশাগ্রস্ত, সমাজচ্যুত, নিপীড়িত,মানুষদের ব্যাথা-বেদনা, আশা আকাঙক্ষার কথা। এই পৃথিবীতে প্রবেশ করাটাই কঠিন ছিল তাঁর কাছে। তবু পুলিশের পোশাক ছেড়ে ভবঘুরের ছদ্মবেশে বার্মায় একটা সাধারণ পান্থশালায় দরজায় উনি দাঁড়ালেন আর ওঁর মনে হতে লাগল এই বুঝি পান্থশালার লোকেরা তাঁরর ছদ্মবেশ চিনে ফেলে তাঁকে বের করে দেবে। কিন্তু পান্থশালায় উপস্থিত গরিব লোকেরা পিঠে চাপড়ে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে নিজেদের একজন মনে করলেন। এক মুহূর্তে তিনি সামাজিক স্তরে অনেক নীচে নেমে এলেন। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল তাঁর। সুন্দর সমাজের পাশাপাশি তৈরি হল এক অন্য সমাজ-- অন্য জগৎ। পরে কোনও এক সময় ব্লেয়ার লেখার পর লেখাতে এই সুন্দর সমাজকে ব্যঙ্গ করবেন।

সুন্দর সমাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে ব্যঙ্গ করতে অন্য সমাজ প্রতিষ্ঠাই হোক বা স্কট নামের পরিবর্তে ইংরাজ নাম ব্যবহার করে দেশপ্রেমের কথা বলতেই হোক এরিক ব্লেয়ার একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন ১৯৩৪ সালে। তাঁর প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ঐ ছদ্মনামেই। জর্জ অরওয়েল। পরবর্তী সাহিত্য ইতিহাস এই নামেই এরিক ব্লেয়ারকে মনে রাখল। এমনকি তৎকালীন সমাজ, মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তি থেকে শু করে সাহিত্যিক পর্যন্ত---সকলের কাছেই তিনি পরিচিত হলেন এই নামে জর্জ অরওয়েলের আগের সত্তা এরিক ব্লেয়ারের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সাম্রজ্যরাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশে এবং রাজনৈতিক লেখা রচনা করতে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

অরওয়েল ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। এ কারনেই তাঁর বচনায় সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচান ফিরে আসে বার বার। এ প্রসঙ্গে দ্য রোড টু উইগ্যান পিয়ার- উদ্ধৃত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতেপারে। ট্রেনে মান্ডলয় আসার পথে এক রাত্রে পরিচয় হয় শিক্ষা দপ্তরের কর্মরত এক ইংরাজ সহযাত্রীর সঙ্গে। খানিক আলাপচারিতার পর ওঁরা দুজনেই ব্রিটিশদের বিদ্ধে বিষোদগার করতে থাকেন। রাতে খাওয়ার পর বিয়ারের বোতলল হাতে ট্রেনের মধ্যেই গালিগালাজ করতে থাকেন ব্রিটিশদের, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ- লোভী জাতটাকে--- “We damned the British Empire- damned it from the inside, intelligently, intimately.”জনসমক্ষে নিষিদ্ধ এই সব কথা বলার অপরাধে তাঁদের সৌভাগ্যবশতঃ কোন শাস্তি হয়নি তবে ঘটনাটি অরওয়েলের মনে চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। অরওয়েল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সাম্রাজ্যবাদের ভ্রান্তনীতিগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর ভারতীয় বন্ধু ড. ডেরাস্বমীকে বলবেন. “… the lie that we’re here to uplift our poor black brothers instead of to rob them. I suppose it’s a natural enough lie. But it corrupts us in ways you can’t imagine. There’s an ever lasting sense of being a speak and a liar that torments us and drives us to justify ourselves night and day. It’s at the bottom of half our beastliness to the natives. We Anglo-Indians could be almost bearable if we’d only admit that we’re thieves and go on thieving without any humbug.” ফ্লোরি-র কাছে এভাবে সাম্রাজ্যবাদী পে জীবন যাপন ‘living a life’.

Kyauktada ইংরাজীতেই লিখতে হল, বাংলা সঠিক উচচারণ জানা নেই বলে) শহর হল উপন্যাসটির কেন্দ্রবিন্দু। শহরটির সঙ্গে আশেপাশের অন্যান্য স্থানের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। অরওয়েল বলেছেন যে এই রেল -জাল বিস্তার উন্নয়নের প্রয়োজনে হলেও মূলত ব্রিটিশ- রাজাদের কষ্ট লাঘবের পথ। ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থেই উন্নয়ন করে। আরওয়েলের কাছে সাম্রাজ্যবাদ ‘technically necessary’ হলেও ‘morally wrong’ Kiplingযদি সাম্রাজ্যবাদের বাইরের অংশুটুকু দেখে রোমান্টিকতা করেন তাঁর রচনায় তবে অরওয়েল সেই সাম্রজ্যরাদ-পদ্ধতির এক জন হয়ে উঠে ভিতর থেকে দেখেছিলেন যা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রচুর রচনায় অরওয়েলের মত । ন্দ্মপুন্দ্ধকখনও

বুঝতে পারেননি যে সাম্রাজ্য বিস্তার আসলে অর্থ সঞ্চয়ের অন্য নাম এবং সাম্রাজ্যবাদ এক ধরনের বলপ্রয়োগ যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধার্থে তৈরী হয় আইন-কানুন থেকে শু করে রেল-লাইন পাতা পর্যন্ত। এতে সবসময় কিন্তু ইংরাজদের সুবিধা হয়নি। বিশেষত যেখানে ইংরাজ সাহেবকে কোনও ভারতীয় বা বার্মিজের সামনে বিভিন্ন কাজ করতে হত। শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট (১৯৫০) গ্রন্থে অরওয়েল লিখছেন এমন একটা ঘটনার কথা যেখানে বার্মার আদিবাসীদের সামনে সাহেব অরওয়েলকে বন্দুক দিয়ে একটা হাতিকে মারতেই হবে। অরওয়েল যে মন্তব্য দুটি করেন বইটিতে এই ঘটনার প্রসঙ্গে তা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ--- "I perceived in this moment that the white man turns tyranny it is his own freedom that he destroys…. A sahib has got to act like a sahib; he has got to appear resolute, to know his own mind and do definite things. To come all that way, rifle in hand, with two thousand people marching at my heels and then to trail feebly away, having done nothing-no, that was impossible. The crowed would laugh at me. And my whole life, every white man's life in the east, was one long struggle not to be laughed at." সাম্রাজ্যবাদ - যন্ত্রে তবে কে অত্যাচারিত আর কে-ই বা অত্যাচারী। এই সব প্র নিবন্তর তুলেছেন জর্জ অরওয়েল। এইরকম তীক্ষ্ণ সমালোচনা খুব কম সময়েই পাওয়া যায়। যেহেতু অরওয়েল এই সাম্রাজ্যবাদ - ব্যবস্থার একজন ভিকটিম্ (যার কোনও বঙ্গানুবাদ হয় বলে জানা নেই) তাই তিনি পারতেন বত্তব্যগুলি তুলে ধরতে।

আজ যখন চম্স্কি বা এডওয়ার্ড সাইদের মত পন্ডিত ব্যত্তিররা সমালেচনা করেন মার্কিন যুত্তাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের সেইসময় নিজে ইংরাজ হয়েও সাম্রাজ্যবাদে ও ঔপনিবেশিকতার ভুলগুলি দেখিয়ে ছিয়েছিলেন বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। জন্মশতবর্ষে অরওয়েলকে আমারা যখন স্মরণ করি তখন তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির পাশাপাশি অন্য রচনাগুলিতে তাঁকে একটু অন্যভাবে খুঁজতে থাকি।

1. Shooting an Elephant (1950)
2. 'Why I Write, Gangrel.
3. New English Weekly, 23 January,1936.

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com